দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 13 JAN 1992 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

সরকারী কলেজে পদোন্নতির ক্ষেত্রে বহু প্রভাষক বৈষম্যের শিকার

এইচ, এন, জামাল উদ্দিন ॥ দেশের সকল সরকারী কলেজে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে বর্তমান বৈষম্যমূলক নীতিমালার কারণে পদোন্নতি হইতে বঞ্চিত হওয়ায় পাঁচ শতাধিক প্রভাষককের মধ্যে অসন্তোষ ও হতাশা বিরাজ করিতেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ১৯৯৬ সালের জুন মাসে সর্বশেস প্রভাষক পদ হইতে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি হয়। কিন্তু সমাজ বিজ্ঞান, পরিসংখ্যান, মৃত্তিকা বিজ্ঞান, ইসলামীক ষ্টাডিজ, আরবী ও পালি হইতে কাহাকেও পদোন্নতি দেওয়া হয় নাই। পদোন্নতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নীতিমালায় দেখা যায়, ১৯৯১ সালের জুন মাসে যাহাদের চাকুরীর বয়স পাঁচ বছর হইয়াছে কেবলমাত্র তাহারাই পদোন্নতি পাওয়ার যোগ্য। উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী '৯১ সালের সহস্রাধিক প্রভাষকের পদোন্নতি হয়। ইহার পর ১৯৯৩ ও ৯৬ সালে আবারও যখন প্রভাষকদের পদোন্নতি দেওয়া হয় তখনও একই কায়দায় অর্থাৎ '৯১ সালের জুনে যাহাদের চাকুরীর মেয়াদ পাঁচ বছর পূর্ণ হইয়াছে শুধুমাত্র তাহারাই পদোন্নতি পাওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন। এমতাবস্থায় '৯১-এর জুনের পরে যেসকল প্রভাষকের চাকুরীর বয়স পাঁচ বছর পূর্ণ হইয়াছে তাহাদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে কোন নীতিমালা প্রযোজ্য হইবে কিংবা আদৌ কোন নীতিমালা আছে কিনা তাহাই এখন প্রশ্ন। বর্তমানে চাকুরীর বয়স ৯/১০ বছর অতিবাহিত হইয়াছে এমন বহু প্রভাষক বহু চেষ্টা-তদবির, দেন-দরবার করিয়াও পদোন্নতি পাইতেছেন না।

দীর্ঘ ৯/১০ বছর চাকুরী করিয়া

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

সরকারী কলেজে

(৩য় পৃঃ পর)

পদোন্নতি বঞ্চিত প্রভাষকগণের মতে, '৯১ সালে ক্ষমতায় আসার পর তৎকালীন সরকার প্রভাষকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে উপরোক্ত নীতিমালা অর্থাৎ '৯১ সালকে ঐ সময়ের জন্য পদোন্নতির যোগ্যতার মাপকাঠি ধরার যৌক্তিকতা থাকিতে পারে। কিন্তু ৯৮ সালেও পদোন্নতির ক্ষেত্রে ৯১ সালকে যোগ্যতার মাপকাঠি হিসাবে বিবেচনায় কোন যৌক্তিকতা থাকিতে পারে না। যেহেতু ১৯৮১ সালে যে সকল প্রভাষকের চাকুরীর বয়স ৮ বছর পূর্ণ হইয়াছিল তাহাদের সকলকেই সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছিল।

এদিকে শিক্ষা ক্যাডারে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত প্রভাষকগণের চাকুরী নিয়মিত করণের কোন বিধান নাই। অথচ তৎকালীন সরকার শুধুমাত্র মাণবিক কারণে তাহাদের চাকুরী নিয়মিতকরণ এবং পদোন্নতি দেওয়ার প্রজ্ঞাপনও জারি করেন। তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত প্রভাষকদের জন্য আলাদা কোন পদ সৃষ্টি না করিয়া পদোন্নতি দেওয়ায় প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্ত ও পদোন্নতির যোগ্য অনেক প্রভাষক পদোন্নতি হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। এই জটিলতা প্রকটভাবে দেখা দিয়াছে বিশেষভাবে ইংরেজী বিষয়ের প্রভাষকদের ক্ষেত্রে। অপরদিকে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে পদোন্নতি না দিয়া আলোচ্য প্রভাষকদের পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে পদোন্নতি দেওয়ার একটি নীতিমালা সম্প্রতি চালু হইয়াছে। সহকারী অধ্যাপক পদ হইতে সহযোগী অধ্যাপক এবং সহযোগী অধ্যাপক হইতে অধ্যাপক পদে পদোন্নতির বেলায় পরীক্ষা পদ্ধতির কোন বিধান না রাখিয়া কেবলমাত্র প্রভাষক পদ হইতে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতির বেলায় পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা হইয়াছে। যাহা প্রভাষকগণের প্রতি বৈষম্যমূলক নীতিমালারই বহি:-প্রকাশ বলিয়া ভুক্তভোগীদের অভিমত। কারণ পদোন্নতির জন্য সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক কাহারো পরীক্ষা নেওয়ার বিধান না রাখিয়া তাহা কেবল প্রভাষকদের ক্ষেত্রে চালু করায় ইহাদের পদোন্নতি দীর্ঘায়িত, কঠিন আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। ফলে ৯/১০ বছরের চাকুরী জীবনে পদোন্নতি বঞ্চিত সারাদেশের পাঁচ শতাধিক প্রভাষকের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা বিরাজ করিতেছে। বাংলাদেশ সরকারী কলেজ শিক্ষক পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটি ও বিসিএস প্রভাষক সমিতি গত ৬ই অক্টোবর '৯১ সালের আলোচ্য নীতিমালা প্রত্যাহারের দাবীতে শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের নিকট স্মারকলিপি পেশ করেন।

এব্যাপারে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষা অধিদপ্তরের জনৈক কর্মকর্তা জানান, '৯১ সালে বিশেষ সুবিধার আওতায় তৎকালীন পাঁচ বছর পূর্ণ প্রভাষকদের পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছে। বর্তমানে দক্ষতা অর্জন ও শিক্ষার মান উন্নয়নের স্বার্থে পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে প্রভাষকদের পদোন্নতির নীতিমালা চালু হইয়াছে। প্রচলিত নীতিমালার মাধ্যমেই এই প্রভাষকদের পদোন্নতি বিবেচনা করা যাইতে পারে। তবে পদ শূন্যতার উপরও পদোন্নতি নির্ভর করে। দেশে বর্তমানে কয়েকটি বিষয়ে শতাধিক সহকারী অধ্যাপকের পদ শূন্য আছে। পর্যায়ক্রমে এ সকল পদে পদোন্নতি দেওয়া হইবে। তবে প্রভাষকদের পরীক্ষা পদ্ধতি ছাড়া আপাততঃ পদোন্নতির বিকল্প সুবিধা কিংবা নীতিমালা নাই। ইতিপূর্বে যে সকল বিষয়ে পদোন্নতি দেওয়া হয় নাই ঐ সকল বিষয়ে পদ শূন্য ছিল না।